জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার

সংযম পাল ও বিজয় সিংহ

প্রায় সমস্ত কবিতাই আজ পর্যন্ত আমার কাছে অনেক কাটাকুটি আদায় করে নিয়েছে

(একেবারে শেষ মুহূর্তে (৩১. ১২. ২০০২) বরাত পাওয়ায় জয় গোস্বামীর সাক্ষাৎকার নেওয়া কঠিন হয়ে যায়, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, বৃথা হয়নি। আমরা দু-জন আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্ন তৈরি করেছিলাম। একসঙ্গেই ছিলাম, কিন্তু আলাদা আলাদা করেই উত্তর নিয়েছিলাম। যতটা পরিকল্পনা ছিল, তা বাস্তবায়িত করতে পারিনি সময়াভাবে। অগ্নিশিখার ঝাপট থেকে বাঁচিয়ে এই সাক্ষাৎকার একেবারে শেষ মুহূর্তে তৈরি করা গেল।
কবিতার যেমন কোনো সংজ্ঞা হয় না, সাক্ষাৎকারও ঠিক কেমন হওয়া উচিত, বলা যায় না। যদি কোনো আগ্রহী পাঠকের কোনো কোনো জিজ্ঞাসা এই পাঠে মিটে যায়, আমাদের শ্রম সার্থকতা পাবে)

প্রশ্ন ঃ 'হরিণের জন্য একক'-এ আপনার কাব্যভাষায় কবিতা হয়ে ওঠার চেষ্টা তো নেইই, বরং যেন কবিতা না হয়ে-ওঠার একটা স্বাভাবিকতা আছে। কেন এভাবে লিখলেন?
উত্তর ঃ সেইরকম সাইকেল চালানো দেখেছেন? যাকে বলে অবিরাম সাইকেল চালানো? বছর কুড়ি আগেও আধা-গ্রাম মফস্বলগুলোতে এ-ধরনের অবিরাম সাইকেল চালানো হত। ধন, একশ এক ঘন্টা একজন যুবক সাইকেল চালাচ্ছে। পাড়ারই ছোট একটা মাঠে। গোল করে ঘুরতে হচ্ছে তাকে। সে বেশ শক্ত কাজ। দর্শকও হয় অনেক। একটা মাইক লাগানো থাকে। গাছে কিংবা সামনের বাড়ির পাঁচিলে। তাতে ঘোষণা হয় 'আসুন, দেখুন'—আর ঘোষণা বন্ধ করে, মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের ছায়াছবি ইত্যাদির গান বাজতে থাকে। বলছিলাম কঠিন কাজ। কারণ, ওই ছোট মাঠে পাকের পর পাক ঘুরতে ঘুরতেই সাইকেল-আরোহী যুবকটিকে খেতে হয়, তৃষ্ণা নিবারণ করতে হয়, এমন কী হরলিকসের বোতল হাতে নিয়ে কায়দা করে হিসি করতেও হয় তাকে। এবং অতক্ষণ অবিরাম সাইকেল চালিয়ে যাওয়া সোজা কথা নয়। দর্শকরা মুগ্ধ হন। মাইকের ঘোষণা শুনে নতুন নতুন দর্শক আসতে থাকেন। জামার কলারে, শার্টের হাতায়, মাথার টুপিতে, সাইকেলের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে টাকার নোট পিন দিয়ে আটকে দেওয়া হয় পারিতোষিক স্বরূপ। ক্লান্ত যুবকটি একাগ্র হয়ে একশো এক ঘন্টার বা দশদিনব্যাপী সাইকেল চালানো অব্যাহত রাখে।
আরেকরকম সাইকেল চালকও হয়। ধন, এই মাঠটা দুশোসাতান্ন বারের পরিবর্তে চারবার পাক মারার পরেই সে হয়ত সামনের গলি দেখতে পেল। গলি দিয়ে বেরিয়ে এঁকেবেঁকে সে চলে এল পাশের ছাইগাদা, কচুবন, ইটপাতা রাস্তা, পাঁচিল আর পেঁপেগাছের বাড়ির পিছনে। তারপর সেখান থেকে পিচ রাস্তা ধরে নিল। ধরে এসে পড়ল বড় রাস্তা, বাজারের মাঝখানে। নানারকম মানুষজন, লরি, ভ্যান, রিক্সা, ম্যাটাডোর কাটিয়ে রেললাইন পার হয়ে চলে গেল ঢালু জমির দিকে। জংলা আগাছায় ভরা সেই জমি পৌঁছেচে নদীতে। নদীতে খেয়া চলছে। গ, ছাগল, লোকের সঙ্গে সাইকেল উঠিয়ে খেয়া চড়ে ওপারে চলে গেল সে। আর এইরকমভাবেই চলল তার যাত্রা। এর ফলে কখনো কখনো সে আঘাটায় গিয়ে পড়তে পারে। কাদা-পাঁকের মধ্যে পড়ে নাকাল অবস্থা হতে পারে তার। বিপথে গিয়ে সাইকেল উলটে নাকমুখ ভাঙতে পারে। কিন্তু তার এই যাত্রাপথে সে একই দর্শক প্রায় পাবেই না বলা যায়। নতুন নতুন মানুষের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে পড়বে সে। নতুন নতুন আর অচেনা সব পথঘাট, অবস্থা, প্রকৃতি আর বলাবাহুল্য নতুন নতুন অবস্থাও। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায়,

difficulty overcome করার আনন্দ। তা এখন এই হল অবস্থা। কখনো ঘাটে নৌকো ভেড়ে, কখনো কাদার মধ্যে গেঁথে যায়। কখনো হাবুডুবু খেয়ে সাঁতরে তীরে উঠি।
সাইকেল থেকে নৌকোয় চলে এলাম বটে কিন্তু গল্পটা এই।
প্রঃ 'হরিণের জন্য একক' কি আরেকটি 'উন্মাদের পাঠক্রম'?
উত্তর ঃ যত দিন যাচ্ছে তত বুঝতে পারছি যে নিজের লেখা সম্পর্কে আমি কিছুই বুঝি না। অন্ধকার কামানের মস্ত নলের ভেতর থেকে কেউ যেন আমাকে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। দেয়ালে গিয়ে ধাক্কা খেতে পারি, কিংবা জলে গিয়ে ঝপাং। লেখার মধ্যে ঢুকলে অন্তত শতকরা সত্তরটা ক্ষেত্রে এরকমই হয়। এই অসহায়তা। তার মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে একটা হয়তো ফর্ম দেখতে পাওয়া। হাতে কিছু ঠেকল, সেটাকে আঁকড়ালাম, ধরে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। এভাবেই এক-একটা কবিত া। তারপর লিখতে-লিখতে দিন যায়, বয়স বাড়ে। হাতে-পায়ের খিলে ব্যথা ধরে যায়। তখন মনে হয়, একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে দেয়াল,শ্বাস নিতে পারছি না। তখন মাথা দিয়ে সেই দেয়ালে ঢুঁসো মারতে হয়। কখন দেয়ালের গর্ত দিয়ে আগুন বেরিয়ে আসবে, কখন বেরিয়ে আসবে নৃসিংহ, তার কিছুই আপনি জানেন না। মোট ামুটি এই আমার সাম্প্রতিক কবিতার বইগুলোর পারম্পর্যবিষয় বলতে পারি।
প্রঃ 'আত্মজীবনীর অংশ' কবিতাটার মধ্যে কি এই বইয়ের কোনো প্রস্তুতি ছিল?
উত্তর ঃ আমি জানি না। ওই যে বললাম হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে পাই।
প্রঃ এই বইটি আপনি উৎসর্গ করেছেন Skye Levin-কে IOWA-র দিনগুলোর জন্য। ২০০১-এ কয়েকমাস IOWA ব াসে অন্য কবিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের প্রভাব কি এই বইটিতে খুঁজে পাওয়া যাবে?
উত্তর ঃ এই বইতে চারটি কবিতা আছে। তার মধ্যে তিনটিই IOWA যাওয়ার আগে লেখা। প্রথম তিনটি। IOWA-য় আ মি থাকাকালীন Twin Tower ভেঙে পড়ে। তার প্রতিক্রিয়া এসেছে কিন্তু কবিদের সঙ্গে মতবিনিময়ের কোনো ছাপ নেই। কোনো কবির সঙ্গে কথাবার্তার সূত্রে আমি কখনো কোনো কিছু লিখতে গেছি বলে মনে পড়ে না। কেননা এদেশের মতো ওদেশেও দেখেছি কবিরা যখন কাব্যালোচনা করেন নিজেদের মধ্যে প্রকাশ্যে অথবা ছোট আড্ডায়, তা প্রধানত কবিতার বাইরে-দূরে ঘুরে বেড়ায়। আর, কবিতা যখন নির্গত হয় তখন তা হয় একেবারে আপনার জীবনের ভেতর থেকে। আর, Skye Levin-এর ব্যাপারটা হল অন্য।
প্রঃ 'হে সম্পর্ক' কবিতাটাতে সম্পর্কটা নিষিদ্ধ কেন?
উত্তর ঃ নিষিদ্ধ সামাজিক দিক দিয়ে। সামাজিক দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। কিন্তু কবিতায় অনেকসময় এই ধরনের জিনিস বাঁধ ভেঙে ঢুকে পড়ে। এবং আপনি জানেন, জীবনেও।
প্রঃ এই কবিতাটায় শরীরটাকে চূড়ান্ত মনে হচ্ছে, যা প্রেমনিরপেক্ষ। কিন্তু আপনার কবিতার এক বিশাল অংশের অ াবেগ প্রেমাকাঙ্ক্ষী ও শরীর নিরপেক্ষ। এই যে নিষিদ্ধ একটা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেছে, এজন্যই কি আপনি কবিতাট াকে কোনো গ্রন্থভুক্ত করেননি?
উত্তর ঃ গ্রন্থভুক্ত না করার কারণ অন্য। এই কবিতাটা এবং 'এই একটা দুপুর' এবং এ-ধরনের আরো কিছু কবিতা আমি বইতে নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম, যে কবিতার বই হয়ত প্রেমের কবিতা নিয়ে গড়ে উঠবে। কিন্তু ঘটনাচক্রে ত ারপর থেকে আমি যা লিখলাম, তাতে আলাদা একটা প্রেমের কবিতার বই তৈরি করার অবকাশ রইল না। বলছিলাম ন া সবটাই আমার অজ্ঞাত।
প্রঃ 'আবার রোদ্দুর' কবিতাটাতে একটা কম্পমান প্রেমার্তি আছে। এই লেখাটার ৯ অংশে পাপ, সুন্দর পাপী, পাপমুগ্ধ পাখি—এই শব্দগুলো আছে। এই যে একটা নৈতিকতাবোধ, এটা কোনো ভয় থেকে জাত?
উত্তর ঃ ভয় থেকে তো নয়। যাকে সামাজিক লোকে পাপ বলে তা কি সবসময় পাপ? পাপ হল তাই, যা অন্য মানুষের মনে আঘাত দ্যায়। আপনি যখন কোনো একটা শব্দকে ব্যবহার করেন কবিতায়, যে অভিধায় তা ব্যবহৃত হচ্ছে, তাকে তো আপনি তার সীমা থেকে বার করে নিতে চান।
প্রঃ এই কবিতাটার বাস্তব পটভূমি সম্বন্ধে কিছু বলবেন?
উত্তর ঃ কিছুই বলব না।

প্রশ্ন ঃ এই প্রসঙ্গে যদি জিগ্যেস করি—পরিবারজীবনের গ্রন্থিকে রক্ষা করার কোনো দায়িত্ব আজও কি যুক্তিযুক্ত?
উত্তর ঃ নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না প্রশ্নটা আমাকে করছেন কেন? আমি কি সমাজতাত্ত্বিক?
প্রশ্ন ঃ 'সূর্য পোড়া ছাই'তে শান্তিকে সোনালি ও সহিংস পাগলিনী বলা হয়েছে। 'গোল্লা'তে পরিষ্কার হতাশা ও ব্যঙ্গ ছড়িয়ে পড়েছে, যখন বলা হয়েছে 'ঠাণ্ডা, ভ্যাবলা, শান্তি' বা 'শান্তির মরা লিঙ্গ/চুষতে আমরা বাধ্য'। এই শতাব্দীর ৮-এর দশক পর্যন্ত যে বিশ্বব্যাপী শান্তিপ্রচেষ্টার একটা আবহ ছিল, যার পেছনে সহাস্য লুকিয়েছিল স্তুপস্তুপ ভ্রূভঙ্গ—সেই আন্তর্জাতিক ইঙ্গিত, অথবা ভারত-পাকিস্তান শান্তিপ্রচেষ্টার লোকদ্যাখানো কৌতুক—এসব কি কোনো ছায়া ফেলেছে এইসব লেখাগুলোতে?
উত্তর ঃ পুরো কবিতাটা যদি আপনি পড়েন, 'সূর্য পোড়া ছাই'-এর যে অংশটার কথা আপনি বলছেন, তাহলে, মানে শেষ লাইনগুলো দেখলে, ভারত-পাকিস্তান ইত্যাদি এসব মনে পড়ার কথা নয়। সেরকম কোনো অস্তিত্ব যার এক-এক গণ্ডুষে হয়তো একটি সভ্যতা শেষ হয়ে যায়। এসব কবিতার আর কী অর্থ? নিশ্চয়ই কোনো অর্থ নেই। একটা সূর্যের যে জীবনকাল, তার পুরোটাই এক-এক গণ্ডুষে সেই নারী শুষে নিচ্ছে কোনো একটা সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে।
প্রশ্ন ঃ 'মেঘবালিকার জন্য রূপকথা' 'কবি ও আলাদিন', 'রং করো', 'ফুটকড়াই'—এই সমস্ত কিশোরদের জন্য লেখা কবিতাগুলোর ধারা কি এখন স্তব্ধ? সে কি এজন্যই যে আপনার মেয়ে বড় হয়ে গিয়েছে?
উত্তর ঃ আমার মেয়ে একটু বড় হলেও আমাদের বাড়িতে বাচচাদের ভিড় অব্যাহত। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ছুটির দিনে আমাদের বাড়িতে নানা বাচচা আসে। তারা কেউ ওপরের ফ্ল্যাটে থাকে, কেউ পাশের বাড়িতে, কেউ বুকুনের স্কুলের বন্ধুর ভাই, কেউ কাবেরীর বোনের মেয়ে। আমাদের ছোট্ট ফ্ল্যাটটা ওদের দাপাদাপিতে ভরে থাকে। আমিও ওদের সঙ্গে অনেক হুল্লোড় করি। কিন্তু ছোটদের কবিতা লিখতে পারি না। অবশ্য বাচচাদের লেখা লিখব বলে কি আর কেউ বাচচাদের সঙ্গে মেশে?
প্রশ্ন ঃ ১৯৮১-তে লেখা 'যমজ' কবিতার মূল ভাব কিভাবে ১৯৯০-এর 'এক' দীর্ঘ কবিতায় পুনর্জ্জীবিত হল?
উত্তর ঃ জীবনে এই একবারই একটা কবিতা আমি দুভাবে লিখেছি। 'এক' নামক কবিতার ছোট ছোট স্তবকগুলো যখন লিখছিলাম, স্তবক বলব না, হয়তো সেগুলো ছোট ছোট আলাদা কবিতাই, কিন্তু একটার সঙ্গে আরেকটা গাঁথা আছে। তারই মধ্যে হঠাৎ ওই 'যমজ' কবিতাটা একটু অন্যস্বরে ঢুকে পড়তে লাগল। তৃতীয় কবিতাসংগ্রহ যখন তৈরি হচ্ছে, তখন এক বন্ধু, সে অবশ্য লেখেটেখে না, এটা জানতে পেরে বলল যে তার যেমন কৌতূহল হচ্ছে তেমনই অন্য কোনো পাঠকেরও তো হতে পারে। ফলে, 'সংযোজন' অংশে 'যমজ' কবিতাটা নিয়ে এলাম।
প্রশ্ন ঃ 'যমজে'র মূল ভাব কি ছিল?
উত্তর ঃ ভাব আবার কি! এই সেই যেমন বলে কথায়, কবিদের ভাব আসে, আপনি কি সেকথা জিগ্যেস করছেন?
প্রশ্ন ঃ তৃতীয়খণ্ডের শেষে কিন্তু মূল ভাব কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।
উত্তর ঃ সেরকম কিছু নয়। আমার মাথায় উদ্ভট সব ব্যাপার আসে। যেমন ধন, যমজ। কয়েক মিনিটের ছোট-বড়ও তো যমজ হয়। এই যমজ হচ্ছে কোটি বছর আগে-পরে জন্মেছে, কিন্তু তারা যমজ। এই ব্যাপার।
প্রশ্ন ঃ কিন্তু তফাৎও তো আছে—
উত্তর ঃ আপনি তো আমাকে দশ বছর আগেও দেখেছেন, এখনও দেখছেন। এখন চুল উঠে গেছে, দাড়ি পেকে গেছে, তাই না। কথাবার্তা অনেক ক্ষ হয়েছে। সেরকম আর কি! একটাই বিষয় হঠাৎ যদি দশ বছর পরে দ্যাখা দ্যায় কবিতায়, তাকেও খানিকটা অচেনা বলে মনে হয়। কিছু অংশ যুক্ত হয়, কিছু বাদ যায়। এই আর কি!
প্রশ্ন ঃ 'এক'-এ আছে 'খোলা ডিম ফেলে রেখে কত শতকের আগে পরে / বেরিয়েছি এক নিক্ষেপণে আজো ক্রমধাবমান ...' — এখানে তো বিগ ব্যাং-এর কথা আসছে—expanding universe?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই ঠিক, যেটা 'যমজে' নেই।
প্রশ্ন ঃ 'হরিণের জন্য একক'র শেষাংশেও তো আছে 'ধকধক ছড়িয়ে পড়ছে / এই / ব্রহ্মাণ্ড— / গতি গতি গতি গতি গতি / তাপ তাপ তাপ তাপ তাপ...'। এই জায়গাতেও কি একই ভাব ফিরে আসেনি?
উত্তর ঃ হ্যাঁ, তাই। বিগ ব্যাং-এর ঠিক পরের কয়েকটা মুহূর্ত যেন। বাঃ। বেশ মেলালেন তো!

প্র ঃ ‘ওঃ স্বপ্ন! তুমিই তাহলে সেই বোবা জন্তু—যার
মাথায় ঢুঁসো মারলে আগুন বেরোয়, আর
পায়ে কুড়ুল মারলে ঝর্না’—

এভাবেই আপনি বলেছেন ‘কিংবদন্তী’তে। কীভাবে আপনার কবিতা শরীর পেয়েছে এতদিন, এই লেখা কি তারই ইঙ্গিত?

উত্তর ঃ আমি জানি না। এগুলো জীবন সম্পর্কে বলা, আমি যেভাবে বেঁচে রয়েছি সে-সম্বন্ধে বলা। কবিতা সম্পর্কে কোনো জ্ঞানবিজ্ঞান নয়।

প্র ঃ ‘ন হন্যতে’ কবিতায় জাতপাতের হিংসা অতিক্রম করে শান্তির চিরন্তন আকাঙক্ষা প্রকাশ পেয়েছে। গুজরাতের দাঙ্গা নিয়ে এরকম কোনো বেদনা জাগেনি আপনার?

উত্তর ঃ একটা-দুটো কবিতা লিখেছিলাম। ‘শান্তিকল্যাণ’ আর ‘আজ’। কিন্তু এ-প্র আপনি আমায় কেন করছেন? একটা করে ঘটনা ঘটবে, আর আমি কবিতা লিখলাম কি না, তা নিয়ে কি হবে? আমি সমাজ-সচেতন কি না জানতে চাইছেন? না, কি বলে, দায়বদ্ধ? না, ওসব আমি নই। একরকমভাবে বেঁচে রইলাম, আর, আরেকরকমভাবে কবিতা লিখলাম—এ পারব না। নিজের যন্ত্রণায় এসবই আমার ব্যক্তিগত কবিতা।

প্র ঃ আত্মজীবনীর অংশ?

উত্তর ঃ একেবারেই তাই।

প্র ঃ বাউল-ফকিরদের জীবনে আপনার সম্মিলন হয়েছে কিভাবে?

উত্তর ঃ কাছে যাইনি। গান শুনেছি, গান পড়েছি, সামনে থেকে দেখেছি। সেই সামনেটাকে দূর বলাই ভালো। ওঁরা তো ধরা দ্যান না। কবিতাটা যাঁর পত্রিকায় লিখেছিলাম, সুধীর চক্রবর্তী, তাঁর সঙ্গ, তাঁর মুখ থেকে শোনা অভিজ্ঞতা সরাসরি ঢুকে গিয়েছিল কোথাও কোথাও।

প্র ঃ আপনার কাব্যধারায় ‘মা নিষাদ’ একটি ব্যতিক্রমী সৃষ্টি। তৎকালীন রাজনৈতিক ঝড়ের যে আবর্ত তৈরি হয়েছিল, স্পষ্টই তা আপনাকে প্ররোচিত করেছিল নিজের কথা তুলে ধরার জন্য। কেন ওই ঘটনা নিয়ে আপনি দ্বন্দ্বদ্ধ করলেন?

উত্তর ঃ পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে যে কবিতাটি আমি লিখেছি, তার পেছনে একটা গল্প আছে। এই কবিতাটা লিখতে আমায় ‘দেশ’ পত্রিকা থেকে বলা হয়েছিল। কিন্তু শুধু সেটুকুই নয়। এই বোমা বিস্ফোরিত হয়েছিল এক বুদ্ধপূর্ণিমার দিন। সেদিন ছিল ১১ মে। এই ১১ মে আমি কাটিয়েছিলাম খুবই প্রেরণা আর উদ্দীপনার মধ্যে। সুমন, এখন যিনি কবীর সুমন, তাঁর সঙ্গে গান আর কবিতার প্রায় সংলাপময় একটি অনুষ্ঠান ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে করেছিলাম সেদিন। গতানুগতিক কাব্যপাঠের বাইরে সেটা ছিল এমন একটা অভিজ্ঞতা যে আমরা দুজনেই জানতে পারছি না এরপর কে কোন গানটা গাইবে অথবা কে কোন কবিতাটা পড়ব। সুমনের চেষ্টাতেই প্রধানত সেই পুরো সন্ধেটা একটা আশর্ম্চ চূড়ায় গিয়ে পৌঁছয়। বাইরে বেরিয়ে এলাম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মাথার ওপর চাঁদ। সুমন বললেন, ‘আজ বুদ্ধপূর্ণিমা’। আমার মনে ছিল না। পরদিন সকালে কাগজ খুলে দেখলাম, ভারতের হাতে পরমাণু বোমা—বড় বড় হেডিং। এবং সেই বোমার নাম—‘ছোট্ট বুদ্ধ’। ঘটনাচক্রে এই ১২ মে তারিখটা আমার মায়ের মৃত্যুদিন। এটি আমার কাছে একটি ব্যক্তিগত শোকদিবস। আমাদের সমস্ত গান, কবিতা, ছবি আঁকা, নাটক একদিকে —আর একদিকে এই মানুষমারার আয়োজন। আমার ব্যক্তিগত শোকদিবস সমস্ত পৃথিবীর শোকদিবস হতে বসেছে। ১২ অফিস গেলাম। সম্পাদক বললেন, কবিতায় একটা সম্পাদকীয় লিখতে। এক সারা দিনের চেষ্টায় ওই লেখা।

প্র ঃ আপনাকে বলা হল আর আপনি লিখলেন? তাও কবিতায় সম্পাদকীয়?

উত্তর ঃ যাঁরা লেখাটা পড়ছেন, তাঁদের কি এটা মনে থাকছে যে এটা কবিতায় সম্পাদকীয়, না এমনি কবিতা? ফলটাই তো বিবেচ্য। লেখাটা কীভাবে হয়েছিল, কোন্ সূত্রে—সেটা কি গুত্বপূর্ণ? কীভাবে কবিতাটা লেখা হল সেটা গুত্বপূর্ণ তাঁদের কাছে, যাঁরা নিজেরাই কবিতা লেখেন। তাঁরাই বলে দেবেন, এভাবে হয়, এভাবে হয় না। কিন্তু পাঠক, তারা ফলটা দ্যাখে, বিচার করতে পারে।

প্র ঃ আত্মরক্ষার অধিকার সব মানুষের যেমন আছে, একটা দেশেরও তো আত্মরক্ষার অধিকার আছে। প্রতিবেশীকে ভয় পাওয়ানোর জন্য আর কোনো উপায় না দেখে যদি ভারতকেও এই পথে যেতে হয়, কেননা শত্রু সংবেদনশীল নয়, তবে

একজন নাগরিক হিসেবে সমালোচনা করা কি উচিত? দুষ্ট সবলের কাছে বিনয়প্রদর্শন কি দুর্বলতা নয়?
উত্তর ঃ একটা কথা পরিষ্কার বলি। একটা কবিতাও তো লেখার চেষ্টা করেছি জীবনে, একটা গানও তো শুনেছি, সেই সূত্রে পরমাণু বোমার সমর্থনে কোনো কিছু আমার কাছে পাওয়া যাবে না। সে Tactically যতই ভুল হোক না কেন। এমন হতে পারে যদি আমার মায়ের মৃত্যুর দিনে ওই ঘটনা না-জানতে পারতাম, তাহলে হয়তো শেষ পর্যন্ত ওই কবিতা লিখতাম না।
প্রা ঃ বিদেশভ্রমণ সম্বন্ধে আপনাকে সর্বদা নিচচার দেখি। আমেরিকার পর্বতমালা, ভুট্টাবলয়, জনজীবন, লোভ কিংবা অ াত্মবিশ্বাস—আপনার লেখায় এক পংক্তিও আসেনি। কেন?
উত্তর ঃ দুটো কবিতার মধ্যে লিখেছি। 'হিংসা সম্পর্কিত ধারাবিবরণী' যেমন। বলতে পারেন, অপেক্ষা করে আছি। ভ্রমণক াহিনী তো লিখব না। অন্য কোনো পথ খুঁজে নিতে হবে।
প্রা ঃ কবি কোনো না কোনো বর্গের প্রতিনিধিত্ব করেন। একজন সামাজিক শ্রেণীজ হিসেবে বিভিন্ন বর্গ, যেমন নিম্নবর্গ, মধ্যবিত্তবর্গ, হিন্দুবর্গ, চাকুরেবর্গ, শিক্ষিতবর্গ, ব্রাহ্মণবর্গ, বাঙালিবর্গ, কবিবর্গ, পুত্রবর্গ ইত্যাদি—তাঁর পক্ষে কি এমন কিছু লেখা সম্ভব যা সর্বজনীন হবে?
উত্তর ঃ আর বিয়রন্ বর্গের কথা বললেন না!
প্রা ঃ তাহলে একথাই দাঁড়ায় যে সার্বজনীন কবিতা বলে কিছু হয় না।
উত্তর ঃ সর্বজনীন কবিতা বলে কিছু হয়, না কি হয় না, এসব বলতে পারেন শুধু কবিরা। চিরকাল কবিরাই এসব বলে এসেছেন। একদল বলেন, সরল কবিতা খারাপ কবিতা। কেউ বলেন, জটিল কবিতা খারাপ কবিতা। কেউ বলবেন, সর্বজনীন কবিতা কবিতাই নয়। আমি কি জ্যোতিষী? আমি এসব জানি না। এক মানুষের একরকম কবিতা ভালো লাগে, আরো মানুষের আরেকরকম কবিতা ভালো লাগে। মানুষ যত বিচিত্র, কবিতাও তত বিচিত্র।
প্রা ঃ ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা নিয়ে আপনি এত উচছ্বসিত, কিন্তু কিছু লেখেননি কেন?
উত্তর ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কিছু লেখা খুব কঠিন। এত লেখা হয়ে গেছে, আর তিনি এত লিখেছেন! প্রস্তুত হচ্ছি। একটু-একটু করে শু করতে হবে।
প্রা ঃ 'মা-ও যেন কবিতা লেখেন'-এ কি আপনার নিজের মায়ের ছবি এসেছে?
উত্তর ঃ না, আমার নিজের মায়ের ছবি আসেনি। ঘরে ঘরে কত মাকে দেখি। তারা।
প্রা ঃ আপনি শাস্ত্রীয় সংগীত ভালোবাসেন শুনেছি। এই শাস্ত্রীয় সংগীতের ব্যবহার আপনার কবিতাকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে?
উত্তর ঃ আমি কখনও সংগীত শিক্ষা করিনি। করলে হয়তো তার প্রয়োজন কবিতার মধ্যে আনার কথা ভাবতে পারতাম। শাস্ত্রীয় সংগীত বা যে কোনো সংগীত শুনে মনের একটা upliftment তো হয়। সেই শুদ্ধতা হয়তো কবিতা লেখার অনুকূল হতে পারে।
প্রা ঃ ত্রিকেটেরও আপনি ফ্যান। কথা বলতে বলতে দেখেছি প্রায়ই তার উপমাও টানেন। কিন্তু ত্রিকেটীয় আবহ তো খুব বেশি আপনার কবিতাকে আক্রান্ত করেনি?
উত্তর ঃ কী আর বলব। একলা মানুষ কী করে বাঁচবে, তার অনেক উদাহরণ ত্রিকেটের মধ্যে আছে। আর খেলতে পারতাম না বলে ত্রিকেটের বই পড়তাম। তা থেকেও কিছু মাথায় ঢুকে থাকতে পারে। 'ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য য াওয়া-আসা।'
প্রা ঃ আদ্রে ব্রেঁত 'অটোমেটিক রাইটিং'-এর কথা বলেছিলেন। একসময় ড্রাগজাতীয় নেশাবস্তু খেয়ে এই ধরনের লেখার খুব চল হয়েছিল ওদেশে, এদেশেও। আপনি কি কখনো এসবে বিশ্বাস করেছেন?
উত্তর ঃ আমি খাইই না, তাতেই এই অবস্থা। খেলে কি হত!
প্রা ঃ একটা কবিতা লেখা হয়ে যাবার পর কেউ কেউ প্রভূত সংশোধন করেন। কেউ কেউ আবার সংশোধনে বিশ্বাসই করেন না। এক্ষেত্রে আপনার ধারণা ও অভিজ্ঞতা কিরকম?
উত্তর ঃ ধারণার সঙ্গে অভিজ্ঞতা মেলে না। ধন, আমি ধারণা করলাম প্রচুর কাটাকুটি করতে হবে, পরে দ্যাখা গেল তেমন

দরকার হল না। আবার উলটোটাও হতে পারে। সুতরাং আমি ধারণা করার দিকেই যাই না। প্রত্যেকটা বলই নতুন বল। প্রত্যেকটা বলেই আপনি আউট হতে পারেন। আপনাকে দেখে খেলতে হবে। নিজের কথা বলতে পারি, প্রায় সমস্ত কবিত াই আজ পর্যন্ত আমার কাছে অনেক কাটাকুটি আদায় করে নিয়েছে। অক্ষত কবিতা, আমার, প্রায় নেই।

প্রা ঃ 'সৎকার গাথা' কবিতাটার প্রথমে নাম ছিল 'চোর'। পালটালেন কেন?

উত্তর ঃ এখন কী আর মনে আছে?

প্রা ঃ এতগুলো কবিতার বই আপনার। এর মধ্যে যদি একটা কোনো বইকে বেছে নেওয়ার কথা ওঠে, কোনটা নেবেন?

উত্তর ঃ সত্যি বলতে, পারা যায় না এটা। ১০ তলার ছাদের ওপর থেকে ১৭টা বই নিচে পড়ছে, আর ১টা মাত্র হাতে থ াকছে আমার! এ তো কল্পনাই করা যায় না। ভাবলেই ভয় করে!

প্রা ঃ বাংলাভাষায় শ্রেষ্ঠ প্রেমের কবিতার তালিকা করলে তার অনেকটা অংশ জুড়ে আপনার কবিতা থাকবে। নানা নারী তাদের বিষাদ, হাসি, নস্ট্যালজিয়া, বেদনা নিয়ে আপনার কবিতায় উপস্থিত। এইসব নারীরা, আশা করাই যায়, লে াকজীবন থেকে অনূদিত। একটু বলবেন এইসব আশর্চ্যময়ীদের কথা?

উত্তর ঃ একদম বলব না।

প্রা ঃ আপনার কবিতা দীর্ঘসময় পর্যন্ত ছিল Personal poetry। ব্যক্তিজটিলতার অন্তর্বয়ন। অথচ এই সময়ে আপনার কবিতা নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠতে চাইছে। এটা কি ভেবেচিন্তে আপনি করতে চেয়েছেন, না কি এইসব বহিঃসংঘাত আপনাআ াপনি অন্তর্সংঘাত হয়ে উঠেছে?

উত্তর ঃ আমি একটু আগে বলেছি, সবই আমার ব্যক্তিগত কবিতা।

প্রা ঃ কবিতায় টেকনিকে আপনার দক্ষতা দেখে একজন সমালোচক আপনাকে 'সফল জাগ্লার' বলেছিলেন।

উত্তর ঃ উনি হয়তো ঠিকই বলেছিলেন। Stuntman বললেও ভুল হত না। অনেক সময় stuntman-এরা হাত পা ভেঙে পড়ে থাকে।

প্রা ঃ আপনি খুব ভলো কবিতা পড়েন। আপনার কবিতাপাঠের একাধিক ক্যাসেটও আছে। একালের বহু আবৃত্তিকার অ াপনার কবিতা আবৃত্তি করে থাকেন। আপনার কি মনে হয় না এই পাঠ বা আবৃত্তি শ্রোতাদের কাছে কবিতার অর্ধাংশকে মাত্র পৌঁছে দ্যায়? কবিতার দৃশ্যরূপের জটিলতা, যা অক্ষর ও আনুষঙ্গিক চিহ্নগুলো ধরে রাখে, সম্ভব তাকে পাঠ বা অ াবৃত্তিতে তুলে ধরা?

উত্তর ঃ কারও কারও পক্ষে হয়তো সম্ভব। কিন্তু কেউ শুনছে এরকম মনে করে আমি কবিতা লিখি না। কেউ পড়বে এ-অ াশা অবশ্য থাকে। আর কবিতা পড়ার ক্যাসেট? প্রকাশকদের অনুরোধে করেছি।

প্রা ঃ এই সময়ের অনুজ কবিদের প্রতি আপনি কি কোনো message দেবেন?

উত্তর ঃ তাদের জিগ্যেস কন তারা কী কী message দেবে? তারা কত কাজ একসঙ্গে করে! আমি শুধু ওই বয়সে কবিতা লেখার চেষ্টা করেছি।

প্রা ঃ মিডিয়ার যুগ এখন। আপনাকে পাঠক, সমালোচকদের মতো মিডিয়াও একটা 'বিষয়' হিসেবে বেছে নিয়েছে। ক াগজে সবসময় আপনার ছবি, এমনকী টুকরো টুকরো ব্যক্তিগত সংবাদও এখন বিক্রিযোগ্য, যেমন TV Channel-গুলে াতে। বহিরঙ্গের এইরকম আলো আপনার ভেতরের চোখকে কি ঝলসে দ্যায়? ক্ষতি করে আপনার?

উত্তর ঃ প্রতিদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আপনি যখন কর্মস্থলের দিকে যান, তখন আপনাকে রাস্তা পেরোতে হয়, বাসে উঠতে হয়, ধোঁয়া ধুলো জ্যাম দুর্ঘটনা অবরোধ আশঙ্কার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনি আপনার কর্মস্থলে পৌঁছন। আমি এসবের মধ্য দিয়ে চলতে পারি কি না, তার উত্তর আমি নিজে কি দেব? দিলে দিতে পারবে আমার কবিতা।

প্রা ঃ আপনি দীর্ঘ কবিতা লিখে এসেছেন প্রথম থেকে। অন্য কবিতার মতো সেই সমস্ত কবিতাতেও কেউ কেউ 'কব্জির জে ার'ও দেখেছেন। মোটমাট দীর্ঘ কবিতা আপনার একটা 'জাঁর' হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন আপনি দীর্ঘ কবিতা লেখেন?

উত্তর ঃ দীর্ঘ কবিতা এখন আমি আর লিখতে পারছি না। 'জার' -এর শাসনের অবসান হয়েছে।

প্রা ঃ দীর্ঘ কবিতার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে উপন্যাসের বহুস্তর কথকতা, বহুরৈখিকতা, জটিল বৃত্ত। সেগুলো থেকেই কি আপন ার উপন্যাসের জন্ম?

উত্তর ঃ আমার উপন্যাসের জন্ম সম্পাদকের তাড়ায়। ওগুলো উপন্যাস নয়।

প্রঃ ‘যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল’-র মতো একটা কাব্যোপন্যাস লিখলেন আপনি। পরে আর লিখলেন না কেন?

উত্তর ঃ ‘এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় না কো আর’।

প্রঃ বলা যায়, পৃথিবী জুড়েই এখন Postmodern তত্ত্ব চর্চিত হচ্ছে। বঙ্গজ কবিদেরও কেউ কেউ এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাচ্ছেন। কেউ কেউ Postmodern instruments ব্যবহার করতে চাইছেন কবিতায়। রীতিমতো নির্দেশ দিচ্ছেন—কবিতার কোনো centrepoint থাকবে না, কোনো নির্ধারক সত্য থাকবে না, মিলবিন্যাস থাকবে না ইত্যাদি ইত্যাদি। এবং ওঁদের বক্তব্য এইভাবেই রচিত হবে আগামী বাংলা কবিতা। এ ব্যাপারে আপনি কিছু ভেবেছেন?

উত্তর ঃ আমি শুধু একটা কথাই ভাবছি—প্রণবেন্দু দাশগুপ্তর একটা কবিতার কথা—‘সমস্ত চলুক / কাকে যে কবিতা বলে আমরা কি জানি!’

প্রঃ আপনার পেশাগত কাজকর্মের বাইরে আপনি কি করেন খুব জানতে ইচ্ছে করছে। এই ধন নাটক বা সিনেমা দ্যাখা, ছবি দ্যাখা, বই পড়া ইত্যাদি।

উত্তর ঃ সিনেমাটা খুব কম দেখি। সবচেয়ে বেশি শুনি গান। নাটকও দেখি গ্যালারিতে ছবি দেখতেও যাই।

প্রঃ কী ধরনের বই পড়তে ভালোবাসেন আপনি?

উত্তর ঃ কবিতার বই সবচেয়ে কম পড়তে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাধ্যত পড়তে হয়। আমি পড়তে ভালোবাসি ক্রিকেটের বই, থ্রিলার, ইতিহাস, সংকলন।

প্রঃ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় আপনাকে ‘অন্য নক্ষত্রের জীব’ বলেছিলেন। ঠিক বলেছিলেন?

উত্তর ঃ এগুলো আমি জানি না। কারণ ধন, একটা ফাঁকা মাঠে বা ছাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকলে মাথার ওপর নক্ষত্রজগৎকে দেখতে পাবেন। তারপর আবার আপনার কৌতূহল হবে। সকলেই যেমন খোঁজে, আপনিও দু-চারটি বই খুঁজবেন। এদের সম্পর্কে, তারাদের সম্বন্ধে বা পৃথিবীর সম্বন্ধে জানার জন্য। কদিন আগে আমি যেমন Cosmic Voyage বলে একটা ছবি দেখেছি। ৪৪ মিনিটের documentary। তাতে এই quark-এর ক্ষুদ্রতম জগৎ থেকে black hole পর্যন্ত বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। এগুলোতো মনের মধ্যে ঢুকে পড়ে। চেষ্টা করে কিছু করা নয়। ঢুকে পড়ে। খুঁজতে হয় শুধু ভাষাটাকে। ভাষাই তো পাই না।

প্রঃ ‘লেখা’ কবিতাটাতে ‘নারী নিয়ে লেখা আলো / নারী বাদ নিয়ে লেখা’ অংশে নারীবাদের প্রতি তীক্ষ্ণ শ্লেষ আছে। ‘আমার চল্লিশ বছরে’ ‘আমি নারীবাদী ... দলে দলে চলে এসো’ অংশে একটা ক্রোধের মূল দ্যাখা যাচ্ছে। কেন?

উত্তর ঃ যে দুটো কবিতা থেকে খণ্ডাংশ আপনি ওঠালেন, যদি সেই কবিতা দুটো পুরো এখানে ছাপানো যেত, তাহলে আমার আর উত্তর দিতে হত না। বিশেষভাবে, নারীবাদের প্রতি বা কোনো ইজ্‌মের প্রতি আমার বিদ্রূপ বা ক্রোধ কবিতা দুটোতে নেই। নিজের কবিতার অর্থ বলার মতো লজ্জাকর খুব কম জিনিসই আছে। তবু বলি, এই দুটো কবিতাতেই ছিল নিজের প্রতি বিদ্রূপ। কবিতা লিখতে গিয়ে অনেকসময় নানা কণ্ঠ, নানা চরিত্র কথা বলতে থাকে। Eliot-Ûõþ Three voices of Poetry তো জানেনই। চরিত্র আলাদা করে সংলাপ চিহ্ন দিয়ে না লিখে সমস্তটা মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েও লিখতে ইচ্ছে করে কখনো কখনো। কারণ রাস্তায় বেরোলেই ট্রামে-বাসে স্কুল-কলেজে ঘরে-বাইরে আপনি যে অনেক অজস্র মিলিত আওয়াজ পান, তারা কিন্তু সবসময় চরিত্রনাম, সংলাপচিহ্ন দিয়ে নিজেদের আলাদা করে না। এক কোলাহলের মতোই এসে মিশ্রিত হয় আপনার সঙ্গে।

আর, আলাদা করে নারীবাদের কথা বলছেন? এক মিনিট অপেক্ষা কন, একটা জিনিস পড়ে শোনাই। এ বইটার নাম হল The Vagina Monologue¼ Vagina যদি আপনমনে কথা বলতে পারত, তাহলে তার কথা নিয়েই আমাদের ধরাবাঁধা ধারণার একেবারেই বাইরে এই বই। আমি এই বইটির একক নাট্যাভিনয় দেখেছি। না, এর কোথাও কোনো অশ্লীলতা নেই। “I interviewed many women about menstruation. There was a choral thing that began to occur, a kind of wild collective song. Women echoed each other. I let the voices bleed into one another. I got lost in the bleeding" বলুন, গা শিউরে, ওঠে না? এতে রক্তপাতটা ্লস্নন্তুন্দ হয়ে গেছে। এ হল কাব্যশক্তি। এর মধ্যে কোনো কিছু স্মাজন্দস্তুনস্তুব্ধস্তুন্দ? এত চিরপুরোনো একটা জিনিস নিয়ে লিখেছে। এ কি কোনো বিশেষ-বাদী রচনা? তা নয়। এরকম লেখা হলে তাকে মাথায় করে রাখব না?

প্রঃ এই যে আপনি মাসের পর মাস কবিতা লেখেন না, সেই সমস্ত শূন্য সময়ে কি আপনি কবিতার বাইরে চলে যান?
উত্তর ঃ সেটা আমি জানি না। কিন্তু এটা বলতে পারি যে আমি জোর করি না। যদিও কবিতার বাইরে থাকবার মতো অবস্থা আর আমার নেই। ওই আছে না 'তবু শূন্য শূন্য নয়, ব্যথাময় অগ্নিবাষ্পে পূর্ণ এ গগন?' এখন নাকি জানা যাচ্ছে যে চারটে যে dimension আমরা জানি, এগুলো সহজ flat dimension। এটা ছাড়াও নাকি আরো ছ-সাতটা dimension আছে, কিন্তু সেগুলো মহাশূন্যের মধ্যে একধরনের কুঁচকে থাকে বলে আপাত-অগোচর। ভারতবিখ্যাত এক ওস্তাদের গল্প শুনেছি। তাঁর গলায় pharyngitis ছিল। চাপ পড়লে গলার ক্ষতি হবে তাই চিকিৎসকের নির্দেশে গান-গাওয়া অনেকসময় বন্ধ থাকত তাঁর। গলায় এক comforter জড়িয়ে এক গ্লাস দুধ হাতে নিয়ে তিনি এসে বসলেন রেওয়াজের ঘরে। চোখ বন্ধ, কোলে শোয়ানো তানপুরার আওয়াজে ঘর পূর্ণ। আধ মিনিটের জন্য শোনা গেল হয়তো একটা হলকতানের আভাস। আবার চুপ। কিছুক্ষণ পরে আবার সুর এল গলায়। আবার নীরব। এই চলল দু-আড়াই ঘন্টা। অর্থাৎ এই রেওয়াজ মনে মনে চলছে। অসুস্থতা বা কোনো কারণে গলা যেমন জখম হয়ে থাকে, তেমনি মনও জখম হয়ে থাকে অনেকসময়। কবিতা আসে না। আমি তখন এমন একজন লেখক যে নিজের ভাষা হারিয়ে ফেলেছে। এই শূন্যতা আমি কি দিয়ে ভরে রাখব? কবিসঙ্গ দিয়ে? অসম্ভব। কবিসঙ্গই কবিতার পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকর। কারণ তা মন নষ্ট করে দ্যায়।
প্রঃ যখন দেশ আর জাতি সংকটে হাবুডুবু খেতে থাকে, তখনই মানুষ চায়, কবিরা ব্যক্তিভুবন থেকে বেরিয়ে আসুন। কবিরা আসেনও কখনও সখনও। যোগ দ্যান প্রতিবাদে। নেতৃত্ব দ্যান কখনো। রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন। একালের অনেকেই দিয়েছেন। এবং এইসময় বহু পুরনো প্রশ্নটা উঠে আসে, কবির ধর্ম কী! এই পুরনো প্রশ্নটাই আমি আরেকবার আপনাকে জিগ্যেস করতে চাই—
উত্তর ঃ কবির ধর্ম কী আমি জানি না, তবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে শুধু কবিতা লিখি বলে আমাকে যেন কেউ নেতা করে টুলে উঠিয়ে না দ্যায়। আপনমনে থাকব। লোকে বলবে দায়বদ্ধ নয়। কলকাতার হাজার হাজার মানুষ যে বৃষ্টিতে ভেজে, তাদের সঙ্গে একই বৃষ্টিতে ভিজব, একই শেডে-র তলায় আশ্রয় নেব, মন খারাপ হলে নিজের গুহার মধ্যে এসে বসে থাকব, শ্যামকল্যাণে তীব্র মধ্যমটা কে কেমনভাবে লাগায়, এজন্য একই রাগে সাতটা রেকর্ড শুনব। মিনারবাসী বলতে বলতে আপনারা ক্লান্ত হয়ে যাবেন, তারপর নিজের গুহায়, টুপ করে মরে যাবে একদিন। একা।
প্রঃ আপনার কেন যে বিশ্বাস নেই যে সমাজ আপনার কথা শুনবে?
উত্তর ঃ কারণ, আমার কথা কেউ শোনে না। আরে, আমার বাড়ির লোকেই আমার কথা শোনে না। এ হল প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা আরো আগের। আমি যে কাউকে বলব যে সমাজের কীভাবে চলা উচিত, আমি কি জানি সমাজের কীভাবে চলা উচিত? একথা সত্যি যে অনেকেই বলে বাংলা কবিতা এভাবে লেখা হওয়া উচিত। কিন্তু সে কথা কি কেউ শোনে? তাই কখনো হয়?
আমি কি জানি সমাজের কীভাবে চলা উচিত? আমি নিজে পরে কোন কবিতাটা লিখব, কিভাবে লিখব, তা নিজেই জানি না। আমি পুরো সমাজকে বলব, এভাবে তুমি চলো!
উত্তর ঃ সব মানুষ কি নেতা হতে চায়? আচ্ছা ধরা যাক, আপনার হাতে সেই ক্ষমতা আছে, তাহলে?
একেকটা লোক তো আপনার মনেও থাকতে চায়। বলবেন, সে দায়বদ্ধ নয়। বলুন। নানা দেশ ঘুরে বিভিন্ন মানুষ দেখবার মতো স্বাস্থ্য এবং অর্থ আমার নেই। আমি রাত জেগে সংগীত সম্মেলন শুনতে পারি না। তাহলে আমার আগ্রহগুলো আমি কী করে মেটাব? ধন, Stephen Hawking-এর এই যে বইটা দেখছেন, 'Universe in a Nutshell'—এটা কি পড়ে বোঝার ক্ষমতা আমার আছে? কিন্তু 'আমার ভান্ডার আছে তোমা সবাকার ঘরে ঘরে'। আমার এমন বন্ধুরা আছেন, যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা করেন। সেরকমই একজন-দুজনের কাছে গিয়ে এগুলো একেক chapter পড়ি। আমার এক বন্ধু তার মেয়েকে গানের স্কুলে নিয়ে যায়। মেয়ে যে ২ ঘন্টা গান শিখবে, সেটা তার অবসর। এবার steering-এর ওপর বইটা রেখে সে থেমে-থাকা গাড়ির মধ্যে আমাকে পড়ে বুঝিয়ে দ্যায়। ওই জায়গাটা বড্ড মশা বলে আমরা কাঁচ তুলে দিই। কিংবা এই যে বইটা দেখছেন, এর মধ্যে আলাউদ্দিন খাঁ-র অনেক চিঠিপত্র আছে। এবং ভুল বানানে লেখা। যেমন, 'হাবুল তাবুল বাজাবা না' 'আমার ন্যায় খাবাদ্য বাজাবা না' 'কলকাতার শ্রুতারা নতুন চায়' অথবা 'বেশ বাজিয়েছে বিবেকভাব নিয়ে'। শিষ্যদের লেখা এইসব চিঠিতে লেখাপড়া শেখার সুযোগ না-পাওয়া লোকটির ভেতরকার শিল্পীকে অনেকটা ছোঁয়া য

ায়। সরল সাদাসিধে ছিলেন তো। সে কি তাঁর বাজনার বিশ্লেষণ করে লিখব বলে পড়ছি? সে জ্ঞান তো আমার এ-জন্মে হবে না। জানবার, পাওয়ার জন্য পড়ি। যেভাবে রিলকের মতো সাহিত্যিকের চিঠি পড়ি অথবা ভ্যান গগের মতো শিল্পীর। তাঁদের মনটাকে বোঝার জন্য। খুব সাধারণ নাম করতে না-পারা কোনো কোনো গায়ক বা বাদকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছি। সন্ধেবেলা কবিসভায় না গিয়ে তাদের ম্লান ঘরটিতে বসে থাকি। রেওয়াজ শুনি। একটাই রাগ দিনের পর দিন শুনতে শুনতে, তারা যতই সাধারণ হোক, ভালোবেসে তো গাইছে। তাদের আনন্দটা খুলে দ্যাখায়। হঠাৎ মনে হয় যেন হঠাৎ রাগের ভেতরটা একটু দেখতে পেলাম এক ঝলকের জন্যে। যেমন, ওকাম্পো একবার রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের একটি সদ্য লেখা কবিতার মৌখিক ইংরেজি রূপান্তর শুনে যে এই প্রথম যেন একটা কবিতাকে অনুবাদের খোলস ছাড়া অবস্থায় সরাসরি স্পর্শ করতে পারলাম। পরে, বড় শিল্পীদের একই রূপের বিভিন্ন রেকর্ড শুনতে শুনতে জিনিসটা খানিকটা যেন পরিষ্কার হয়। কিন্তু এই যে কেউ আপনার কথা শুনছে না, আমার পরিবারেও কেউ কথা শুনছে না, তাতে কি একটা হতাশা আসে না? আসে। কিন্তু সেইসঙ্গে স্বাধীনতার বোধও আসে। কেউ আমার কথা শুনছে না, সুতরাং আমি লিখব। কনষ্ট্যানটিইন কাবাফি নামে একজন গ্রীক কবি ছিলেন যাঁর জীবৎকালে একটাই বই বেরিয়েছিল, পাঠক তেমন হয়নি। তাঁর লেখা নিয়ে গত কিছুকাল হল, মানে এই শতাব্দীর শেষ দিকে, বেশ আলোড়ন উঠেছে। অন্তত Iowa গিয়ে তাই দেখেছি। 11th September ঘটার পর এই কবি আরো প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলেন ওদের কাছে। তাঁকে নিয়ে এক Seminar-এ কাবাফির একটি গদ্য পঠিত হল। তাতে কাবাফি বলছেন, জীবদ্দশায় যে কবির audience যত limited, সে তার লেখায় তত বেশি freedom enjoy করতে পারে। আমাদের জীবনানন্দকে দেখুন। কবিতা লেখা মাত্র আবৃত্তিকাররা গলায় তুলে নেবে, কিংবা আমি নিজে যখন পড়ব, হল ফেটে পড়বে হাততালিতে, এই প্রত্যাশা কবিতার ঘনত্বকে তরল করে দেয়। অপ্রত্যাশিতকে আবির্ভূত হতে দেয় না। তেমন কেউ আমার কথা শুনছে না বা আমাকে বিশ্বাস করছে না জানতে পারলে এক ধরনের শক্তি পাওয়া যায়। একা থাকার শক্তি। একা লেখার শক্তি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি লিখছেন কার জন্য?

উত্তর ঃ সেই যে সুদূর কোনো নদীর পারে, সেই যে গহন কোনো বনের ধারে, গভীর কোনো অন্ধকারে যে পার হয়ে আসছে, তার জন্যই লিখছি। তাকে কি আমি দেখেছি? তাকে আমি দেখিনি, আমি জানি না। কিন্তু সে-ই আমার পাঠক। সে আমার কথা শুনলেও শুনতে পারে। আর, তাকে কথা শোনানোর জন্যই আমি সমাজপতি হতে চাই না। যেন সুকুমার হয়েই থাকতে পারি।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com